ইনকিলাব

তারিখ 21 JUL 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

বিয়ানীবাজার ডিগ্রি কলেজে ছাত্রলীগ শিবির সংঘর্ষে আহত ২০ : আটক ৩

সিলেট অফিস : একাদশ-শ্রেণীর নবাগত এক ছাত্রকে রাজনৈতিক দলে টানাকে কেন্দ্র করে গতকাল (শনিবার) বিয়ানীবাজার সরকারী কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ-ছাত্রশিবিরের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে পথচারীসহ উভয়পক্ষের ২০ জন আহত হয়েছে। ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে উভয়পক্ষে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, ইট-পাটকেল নিক্ষেপ, ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ, পৃঃ ৫ কঃ ৮

বিয়ানীবাজার ডিগ্রি কলেজে ছাত্রলীগ

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

অফিস ভাংচুর ও মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এসময় কলেজ ক্যাম্পাস ও পৌরশহর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। আতংকে কলেজের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা দিকবিদিক ছোটাছুটি করেন। বন্ধ হয়ে যায় দোকানপাট। পুলিশ অভিযান চালিয়ে জামায়াত কার্যালয়ের সম্মুখ থেকে ছাত্রশিবিরের ৩ কর্মীকে আটক করে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করে ১০টি দা। ক্যাম্পাস ও শহরজুড়ে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সৃষ্ট পরিস্থিতিতে কলেজ প্রশাসন জরুরী সভায় মিলিত হয়েছে।

জানা যায়, শনিবার বিয়ানীবাজার সরকারী কলেজে চলতি বছরে একাদশ শ্রেণীর ভর্তি ফরম বিতরণ চলছিল। বেলা ২টায় কলেজ ক্যাম্পাসে জাকির হোসেন নামে নবাগত এক শিক্ষার্থীকে দলে ভেড়ানো নিয়ে ছাত্রলীগের পাবেল, রিফাত ও অপুর সাথে ছাত্রশিবিরের শিপলু ও ফরিদের বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এসময় বৃষ্টির ন্যায় ইট-পাটকেল নিক্ষেপ ও ধারালো দা দিয়ে চলে আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ। এতে ছাত্রশিবিরের দায়ের কোপে ছাত্রলীগের রুনু, অপু মারাত্মক আহত হয়। ছাত্রশিবিরের অতর্কিত আক্রমণে ছত্রভঙ্গ ছাত্রলীগ যখন সংগঠিত হচ্ছিল ঠিক তখন ছাত্রশিবির 'নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে স্লোগান দিয়ে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মিছিলসহকারে মহড়া দিয়ে শহরের নিউ মার্কেটস্থ জামায়াত কার্যালয়ে আশ্রয় নেয়। পুলিশ পিছু নিয়ে জামায়াত কার্যালয়ে অগ্রসর হলে তারা পালিয়ে যায়। এ সময় ছাত্রশিবিরের লোকমান, মুকাদির ও ইকবালকে আটক করে পুলিশ। উদ্ধার করে ১০টি দা।

এদিকে ছাত্রশিবির ক্যাম্পাস থেকে পালিয়ে আসার পর ক্যাম্পাসে রক্ষিত তাদের ৭টি মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগ করা হয়। পরবর্তীতে বিক্ষুব্ধ ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা হামলা চালিয়ে জামায়াতের কার্যালয় ভাংচুর করে। সংঘর্ষে ছাত্রলীগের উপজেলা ছাত্রলীগের আহবায়ক জামাল হোসেন, আলমগীর হোসেন রুনু, হাসান রেজা অপু, পাভেল, রিফাত ও ছাত্রশিবিরের দক্ষিণের সেক্রেটারী আব্দুল্লাহ আল হাসান, উত্তরের সভাপতি নজরুল ইসলাম, শিপলু এবং পথচারী মাথিউরা গ্রামের আব্দুল আওয়ালসহ অন্তত ২০ জন আহত হন।

মুমূর্ষু অবস্থায় সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা ছাত্রলীগের রুনু ও অপুর মধ্যে অপুকে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছে। এদিকে ছাত্রশিবিরের হাসান ও নজরুলকে মৌলভীবাজার হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। কলেজ ক্যাম্পাস ও শহরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। শহরজুড়ে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। শহরের দোকানপাট বন্ধ রয়েছে। এ ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ক্যাম্পাসসহ শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। পরিস্থিতি নিয়ে এ রিপোর্ট লিখা পর্যন্ত অধ্যক্ষের কার্যালয়ে বৈঠক চলছে। এছাড়া ছাত্রলীগ ও শিবির পরিস্থিতি নিয়ে পৃথক পৃথক বৈঠক করছে বলেও জানা গেছে। এতে করে যে কোন সময় চোরাগুপ্তা হামলাসহ বড় ধরনের সংঘর্ষের আশংকা রয়েছে।